কালের কণ্ঠ

তারিখ ..21 NOV 2015........
পৃষ্ঠা ..2...... কলাম....2......

প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছে 'ঘোষণা'য়

আজিজুল পারভেজ ▷

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ার কথা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে জানান, ওই সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্প্রসারণের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি ও কর্মপরিকল্পনা দরকার, তা মন্ত্রণালয়ের নেই। শুধু পাঠক্রম তৈরি করে ঘোষণা দেওয়ার চিন্তা চলছে। প্রসঙ্গত, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা আর নাও থাকতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য যে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, তা মন্ত্রণালয়ের নেই। এই মুহূর্তে সব শুরু করলেও ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তিনি জানান, এ অবস্থায় অবকাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়াই নতুন পাঠক্রম তৈরি করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণা করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

এ রকম করা হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস খোলার কিংবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস বাদ দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য হবে।

গত বছরের ১৯ অক্টোবর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে নির্দেশনা দেন। তাঁর নির্দেশনা অনুসারে, যে যেখানেই লেখাপড়া করুক না কেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য হবে। সে বিবেচনাতেই ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন তিনি।

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করা হবে; অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এটি করতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক-নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

২০১৮ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে, আর্থসামাজিক অবস্থা ও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সব শিশুর জন্য পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়।

সূত্র জানায়, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর পাঁচ বছর চলে গেছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখা এখনো তৈরি করতে পারেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঠক্রম প্রণয়নেও অগ্রগতি নেই। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য আন্তমন্ত্রণালয় সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ২০১৩ সালে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি এখন পর্যন্ত একটি সভাও করেনি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, শিক্ষানীতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) পাঠক্রম (শিক্ষাক্রম) প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা কাজ করছে।

যোগাযোগ করা হলে এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান জানান, সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠক্রম প্রসঙ্গে এনসিটিবির মতামত জানতে চাওয়া হলে এনসিটিবি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির অভিমত, বর্তমানের দুই স্তরের শিক্ষাকে এক স্তরে নিতে হলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নতুন করে তৈরি করতে হবে। এর আলোকে গত ২১ জানুয়ারি এনসিটিবিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে এনসিটিবির বিশেষজ্ঞরা বৈঠক করেন। তাতে সিদ্ধান্ত হয়, 'সিচুয়েশন অ্যানালিসিস' করে দেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এরপর পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রী তৈরির কাজ শুরু হবে। কিন্তু 'সিচুয়েশন অ্যানালিসিস' এখনো পাঠায়নি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা আট বছর মেয়াদি করার কাজ শুরু হয় ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে। ওই বছর প্রতিটি ৫০৩টি উপজেলা/থানায় ৫০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত চালু হয় ৫৯৬টি বিদ্যালয়ে। পর্যায়ক্রমে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি খোলার মাধ্যমে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোয় এ বছর অষ্টম শ্রেণি খোলা হয়েছে। এগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা এ বছর জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছে।

দ্বিতীয় বছরে, অর্থাৎ ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে সাত বিভাগের ৫৬ জেলার ৪৯৫ ইউনিয়নে/ওয়ার্ডে মোট তিন হাজার ২৮০টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালুর উপযোগিতা রয়েছে বলে জানিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা সম্পসারণ বিষয়ক জাতীয় কমিটি।

এখন পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু হয়েছে ৫৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গত দুই বছরে আরো ১৭৩টি প্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। যেসব বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেগুলো চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি পাচ্ছে না। ফলে তারা ওই সব প্রতিষ্ঠানে পড়ার আগ্রহ হারাচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মেছবাহ উল আলম বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শাখা খুলতেই হিমশিম খেতে হয়েছে। এ অবস্থায় ৬৩ হাজার স্কুলে তিনটি করে শ্রেণি খুলতে গেলে বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই সম্প্রসারিত প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণার মাধ্যমে চালুর চিন্তা-ভাবনা চলছে।